অক্টোবর-নভেম্বর ২০২৫, আশ্বিন-অগ্রহায়ণ ১৪৩২

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতি

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক সাফায়াত আরেফীন ১৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে নির্বাহী পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। এর আগে তিনি দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সাফায়াত আরেফীন ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে সহকারী পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। দীর্ঘ ২৬ বছরে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগ, প্রেষণে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি এবং দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) এর বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি Business Solutions ERP SAP Germany এর একজন গ্লোবাল সার্টিফাইড কনসালট্যান্ট। UNDP/CIPS, UK হতে তিনি Advanced Certificate in Public Procurement ডিগ্রি অর্জন করেন। দাপ্তরিক প্রয়োজনে তিনি বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন।

তিনি চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলার ৪ নং ধুম ইউনিয়নের মোবারকঘোনা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা সিরাজুল হক চৌধুরী ও মাতার নাম বেগম লুৎফুন্নেছা। সহধর্মিণী নাজমিন রেজা আরেফীন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক।

বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের পরিচালক শামসুল আরেফীন ১৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

শামসুল আরেফীন ১৯৯৯ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। তিনি ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ, ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ, ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট, বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ, গৃহায়ন তহবিল, বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর এবং রাজশাহী অফিসের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

শামসুল আরেফীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ হতে সম্মানসহ ১ম শ্রেণিতে এম.এস.এস. এবং বিআইবিএম হতে এমবিএম ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি দি ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ (আইবিবি) হতে জেএআইবিবি ডিগ্রি অর্জন করেন।

পরিচালক পদে পদোন্নতি

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের সচিব বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুল আলম ১৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন এবং হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ এ সংযুক্ত হন। সৈয়দ মাহবুবুল আলম বাংলাদেশ ব্যাংকে ২০০৩ সালে সহকারী পরিচালক পদে যোগদান করেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট, ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট এবং সচিব বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি দিনাজপুর জেলার বোচাগঞ্জ থানায় জন্মগ্রহণ করেন। সৈয়দ মাহবুবুল আলম দাপ্তরিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সভা, প্রশিক্ষণ ও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন। তার স্ত্রী উম্মে কুলসুম পিকেএসএফে সহকারী মহাব্যবস্থাপক পদে কর্মরত। সৈয়দ মাহবুবুল আলম দুই পুত্র সন্তানের জনক।

সম্পাদনা পরিষদ

■ উপদেষ্টা সম্পাদক
কাকলী জাহান আহ্‌মেদ

■ সম্পাদক ও প্রকাশক
সাঈদা খানম

■ বিভাগীয় সম্পাদক ও সদস্য
মহুয়া মহসীন
আয়েশা-ই-ফাহমিদা খাতুন
আজিজা বেগম

■ গ্রাফিক্স
ইসাবা ফারহীন

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম তালুকদার ১৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম তালুকদার বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধাতব কৌশল বিষয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৯৬ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। কর্মজীবনে তিনি ব্যাংক পরিচালনা ও উন্নয়ন বিভাগ, ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ, কৃষি ঋণ পরিদর্শন বিভাগ, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ময়মনসিংহ অফিস, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন।

দাপ্তরিক কাজের অংশ হিসেবে তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশ নেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া উপজেলার আকতা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক।

Inclusive Instant Payment System (IIPS) বাস্তবায়নে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এবং অংশীজন মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন

Inclusive Instant Payment System (IIPS) বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক ও গেটস ফাউন্ডেশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এবং অংশীজন মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ নভেম্বর ২০২৫ ঢাকার স্থানীয় একটি হোটেলে Instant Payments In Bangladesh: Unveiling Inclusion Opportunities শীর্ষক শিরোনামে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর। ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন গেটস ফাউন্ডেশনের অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থার (আইএফএস) পরিচালক মাইকেল উইগ্যান্ড। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার ও ড. মোঃ হাবিবুর রহমান এবং গভর্নরের উপদেষ্টা মোঃ আহসানউল্লাহ। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন গেটস ফাউন্ডেশনের অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থার (আইএফএস) বাংলাদেশ কান্ট্রি লিড স্নিগ্ধা আলী। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস), আর্থিক প্রযুক্তি (ফিনটেক) ও আর্থিক এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর বলেন, ক্যাশলেস অর্থনীতি আমাদের ভবিষ্যৎ। তিনি তাঁর বক্তব্যে নিরবচ্ছিন্ন পেমেন্ট সিস্টেমের উপর জোর দেন। এই উদ্যোগ বাংলাদেশকে ক্যাশলেস সোসাইটির দিকে পরিচালিত করবে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। গভর্নর বলেন, ব্যাংক, এমএফএস অপারেটর, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং পেমেন্ট সার্ভিস অপারেটরদের একই চ্যানেলের আওতায় আনা হবে যাতে সকলের আন্তঃপরিচালনযোগ্য আর্থিক পরিষেবার (Interoperable Financial Services) সুযোগ থাকে। তিনি বলেন, লেনদেনে স্বচ্ছতা আনতে ডিজিটাইজেশনের বিকল্প নেই। তাছাড়া, ডিজিটাল রূপান্তর নগদের উপর আমাদের নির্ভরতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে এবং টাকা ছাপানোর খরচ কমিয়ে আনবে। তিনি বলেন, ২০২৭ সালের মাঝামাঝি ব্যাংক, এমএফএস, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানিসহ সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আন্তঃলেনদেন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই ব্যবস্থা দেশের রাজস্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধি করবে এবং লেনদেনের খরচও কমিয়ে আনবে। গেটস ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় নতুন প্ল্যাটফর্ম সেই লক্ষ্যই পূরণ করবে।

আন্তঃলেনদেন প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠার বিষয়ে অনুষ্ঠান থেকে গেটস ফাউন্ডেশনের সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'মোজোলুপ' এর সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এই উদ্যোগের আওতায় মোজোলুপের এই প্ল্যাটফর্মের নাম হবে ইনক্লুসিভ ইনস্ট্যান্ট পেমেন্ট সিস্টেম (আইআইপিএস)।

সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে মাইকেল উইগ্যান্ড বলেন, বাংলাদেশে Inclusive Instant Payment System সফলভাবে বাস্তবায়নে গেটস ফাউন্ডেশনের সর্বাত্মক সহযোগিতা বজায় থাকবে। এই উদ্যোগের সফল বাস্তবায়ন বাংলাদেশের অর্থনীতি ও আর্থিক খাতকে শক্তিশালী করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সভাপতির বক্তব্যে মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী বাংলাদেশে Inclusive Instant Payment System এর সফল প্রবর্তন নিশ্চিত করার জন্য সকল অংশীজনের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পৃক্ততা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রধান কার্যালয়ের পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্টের পরিচালক মো. শরাফত উল্লাহ খান। আরও বক্তব্য রাখেন সোনালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সৈয়দ মাহবুবুর রহমান, গেটস ফাউন্ডেশনের অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থার (আইএফএস) বাংলাদেশ কান্ট্রি লিড স্নিগ্ধা আলী।

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর Note Refund Regualtion 2025 বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন। এসময় ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার, নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ, পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। প্রধান কার্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্টের উদ্যোগে Note Refund Regualtion 2025 প্রকাশিত হয়

রিস্ক বেইজড সুপারভিশন বিষয়ক সেমিনার

অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ (এবিবি)-এর উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় বাংলাদেশে কর্মরত সকল তফসিলি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের জন্য ৪ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে ঢাকার স্থানীয় একটি হোটেলে রিস্ক বেইজড সুপারভিশনের উপর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর প্রধান অতিথি এবং ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক হতে রেগুলেশন ও সুপারভিশন সংশ্লিষ্ট নির্বাহী পরিচালকগণ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন

গভর্নর তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের আর্থিক খাতকে রিব্যালেন্সড করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে তিনি ম্যানেজমেন্ট এবং ডেস্ক কর্মকর্তা-উভয়কে দায়িত্বশীলতা এবং দায়বদ্ধতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও ডিপোজিটরের স্বার্থরক্ষা সংক্রান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। রিস্ক বেইজড সুপারভিশন (আরবিএস) ফ্রেমওয়ার্ক এবং অটোমেটেড রিয়েল টাইম রিপোর্টিং বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থিতিশীল ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর

ডেপুটি গভর্নর নুরুন নাহার আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে সম্পর্ক তুলে ধরেন এবং শক্তিশালী, টেকসই ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করেন। ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান আরবিএস ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়নের পাশাপাশি সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দেশে আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার বিষয়ে আলোচনা করেন। ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী আরবিএস পদ্ধতিকে সফল ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে তফসিলি ব্যাংকগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মাসরুর আরেফিন, চেয়ারম্যান, এবিবি এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, দি সিটি ব্যাংক পিএলসি। তিনি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে আরবিএস বাস্তবায়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন।

সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক (এসপিসিডি) মোহাম্মদ আবদুর রব এবং নির্বাহী পরিচালক মোঃ সিরাজুল ইসলাম দুইটি টেকনিক্যাল সেশন পরিচালনা করেন।

পরিচালক পদে পদোন্নতি

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক খন্দকার আলি কামরান আল জাহীদ ১৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। খন্দকার আলি কামরান আল জাহীদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগ হতে অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ২০০৩ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন।

সুদীর্ঘ ২২ বছরের কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট ও বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে দায়িত্ব পালন করেন। দাপ্তরিক কাজের অংশ হিসেবে তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ-কর্মশালা ও সভায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি রাজবাড়ি জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার পদমদী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান।

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৬ এর অতিরিক্ত পরিচালক নাজমুল আলম ১৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। নাজমুল আলম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া থেকে অর্থনীতি বিষয়ে ১৯৯১ সালে অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকারস বাংলাদেশ হতে ডিএআইবিবি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯৯ সালে সহকারী পরিচালক পদে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরিতে যোগদান করেন।

তিনি ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ, তৎকালীন মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিসে বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন। দাপ্তরিক কাজের অংশ হিসেবে তিনি IMF এর উদ্যোগে সিঙ্গাপুরে এক ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী উপজেলার তেলজুড়ী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর সম্প্রতি সিঙ্গাপুরে বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর, ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্টস (BIS) ও মনিটারি অথরিটি অব সিঙ্গাপুরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে সভা করেন। সেখানে ফিনান্সিয়াল টেকনোলজি এবং পেমেন্ট সার্ভিসসমূহের অগ্রগতি, পলিসি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়

নির্বাহী পরিচালকদের বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৫ জন নির্বাহী পরিচালকের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে সচিব বিভাগের উদ্যোগে ১৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে এক বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অংশগ্রহণকারী নির্বাহী পরিচালকদের মাঝে গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর, ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ ও গভর্নরের উপদেষ্টা

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর। ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী, ড. মোঃ হাবিবুর রহমান ও গভর্নরের উপদেষ্টা মোঃ আহসানউল্লাহ। নির্বাহী পরিচালক মনোজ কুমার হাওলাদারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন অবসর উত্তর ছুটিতে গমনকারী নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ এবং বর্তমানে কর্মরত নির্বাহী পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাগণ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর বিদায়ী অতিথিদের উদ্দেশ্যে বলেন, কর্মজীবন হতে অবসরে গমন জীবনেরই একটি রূপান্তর প্রক্রিয়া। দীর্ঘ কর্মজীবন প্রতিষ্ঠানের সাথে একটি বন্ধন তৈরি করে। তিনি বলেন, বিদায়ী অতিথিরা সকলে মিলে অ্যাসোসিয়েশন গঠন করতে পারেন যার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ বজায় থাকবে। গভর্নর বিদায়ী অতিথিদের অবসর জীবনেও ভালো লাগার কর্মকাণ্ডে যুক্ত থেকে কর্মব্যস্ত থাকার পরামর্শ দেন।

সভাপতির বক্তব্যে ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার বলেন, বিদায়ী অতিথিরা কর্মজীবনে সততা ও নিষ্ঠার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন। অবসর জীবনে বিভিন্ন কাজের মধ্যে নিয়োজিত থেকে কর্মব্যস্ত ও আনন্দময় সময় কাটাবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান বলেন, বিদায়ী অতিথিরা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংকে অতিবাহিত করেছেন। কর্মদক্ষতা ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কারণে তারা চিরতরুণ হয়েই বিদায় নিচ্ছেন। তিনি বলেন, বিদায়ী অতিথিদের অভিজ্ঞতা ও মেধা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে দেশের অর্থনীতি ও জাতি উপকৃত হবে।

ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী বলেন, কর্মজীবনের এই সুদীর্ঘ সময় বিদায়ী অতিথিগণ সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাই তাদের এই কর্মঅভিজ্ঞতার অবদানস্বরূপ ভবিষ্যতে বিভিন্ন সেক্টরেও প্রজ্ঞার স্বাক্ষর রাখবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

গভর্নরের উপদেষ্টা মোঃ আহসানউল্লাহ বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেন, বিদায়ী অতিথিগণ তাদের কর্মদক্ষতা ও প্রজ্ঞা দিয়ে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেছেন। অবসর জীবনেও তারা নিজ নিজ জায়গা থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও দেশের অর্থনীতির কল্যাণে ভূমিকা রেখে যাবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিদায় অনুষ্ঠানে সকল বক্তা বিদায়ী অতিথিদের সুদীর্ঘ কর্মজীবন ও অবদানের জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান এবং তাদের অবসর জীবনের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। পাশাপাশি উক্ত অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সচিব বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

বিদায়ী নির্বাহী পরিচালকবৃন্দের মধ্যে মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন ভূঁইয়া এবং ড. সায়েরা ইউনূস তাদের সুদীর্ঘ কর্মজীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বিদায়ী নির্বাহী পরিচালকবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কর্মজীবন উপস্থাপন করা হয়। পরে বিদায়ী অতিথিদের ক্রেস্ট ও উপহারসামগ্রী প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে গভর্নর সকল অতিথি ও বিদায়ী অতিথিদের সাথে ফটোসেশন ও মধ্যাহ্নভোজে অংশগ্রহণ করেন।

অবসর উত্তর ছুটিতে গমনকারী নির্বাহী পরিচালকগণ হলেন: ছৈয়দ আহমেদ, তরুণ কান্তি ঘোষ, মোঃ ফোরকান হোসেন, সাইফুল ইসলাম, ড. মোহাম্মদ আমির হোসেন, মোঃ রুহুল আমিন, মানসুরা পারভীন, ড. সায়েরা ইউনূস, শেখ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন ভূঁইয়া, এ. কে. এম. এহসান, মোঃ সাব্বিরুল আলম চৌধুরী, মোঃ ওছমান গণি, মোঃ সাইফুল ইসলাম খান এবং মোঃ শহীদুল ইসলাম।

সিরাতুন্নবী (সাঃ) মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে ১৪ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সিরাতুন্নবী (সাঃ) মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শায়খ আহমাদুল্লাহ। শায়খ আহমাদুল্লাহ তার বক্তৃতায় হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মানব ইতিহাসের অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে উল্লেখ করেন। বর্তমান সময়সহ সকল যুগে তাঁর চর্চিত জীবন প্রাসঙ্গিক বলেও উল্লেখ করেন। তিনি এই মাহ্‌ফিল আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তার বক্তব্য শেষ করেন। মাহ্‌ফিলে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক কেন্দ্রীয় মসজিদ কমিটির সভাপতি মোঃ আনিসুর রহমান এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ ব্যাংক কেন্দ্রীয় মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি আফতাব উদ্দিন। মাহ্‌ফিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

মাহ্‌ফিলে প্রধান বক্তা শায়খ আহমাদুল্লাহ বক্তব্য রাখছেন

From Policy to Impact শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির (বিবিটিএ) উদ্যোগে ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে একাডেমির এ.কে.এন. আহমেদ অডিটোরিয়ামে From Policy to Impact: ESG as a Catalyst for Achieving SDGs শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে বিবিটিএর নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া ও প্যানেল আলোচকবৃন্দ

একাডেমির পরিচালক শাকিল এজাজের সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অস্ট্রেলিয়ার ম্যাককোয়ারি ইউনিভার্সিটির অ্যাকাউন্টিং ও কর্পোরেট গভর্নেন্স বিভাগের প্রফেসর রাহাত মুনির। সেমিনারে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া।

প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আশরাফুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের পরিচালক চৌধুরী লিয়াকত আলী। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালক, বিভিন্ন ব্যাংকের কর্মকর্তা, ঋণ ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান, বিবিটিএর অনুষদ সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের সেশন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের আয়োজনে The Economics of Artificial General Intelligence: Eureka All the Time শীর্ষক একটি সেশন সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। লাইব্রেরির প্রজেকশন কর্নারে এ সেশনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AGI) অর্থনৈতিক প্রভাব, সম্ভাব্য সুযোগ, নীতি-প্রণয়নজনিত চ্যালেঞ্জ এবং আর্থিক খাতের ভবিষ্যৎ পরিবর্তন-ধারা আলোচিত হয়।

সেশনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রধান কার্যালয়ের যুগ্ম পরিচালক শেখ মুকিতুল ইসলাম। এসময় বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও ইএলসির সদস্যগণ মুক্ত আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তর ও মতবিনিময় করেন। সেশনটি সঞ্চালনা করেন প্রধান কার্যালয়ের যুগ্ম পরিচালক ড. মোঃ রুবেল ইসলাম এবং সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত পরিচালক বীরেন্দ্র চন্দ্র দাস।

উল্লেখ্য, বর্তমানে প্রতি সোমবার দুপুর ১:৪০ মিনিট থেকে ২:৪০ মিনিট পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরির প্রজেকশন কর্নারে ইএলসির নিয়মিত সেশন অনুষ্ঠিত হয়।

সেশনে অংশ নেয়া ব্যাংক কর্মকর্তাগণ

প্রধান অর্থনীতিবিদের সাথে নলেজ শেয়ারিং সেশন

প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. মোহাম্মদ আক্‌তার হোসেনের সাথে ডিসিপির কর্মকর্তাদের নলেজ শেয়ারিং সেশন। এ সময় নির্বাহী পরিচালক কাকলী জাহান আহ্‌মেদ উপস্থিত ছিলেন

প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. মোহাম্মদ আক্‌তার হোসেনের সাথে ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্সের কর্মকর্তাদের বিশেষ নলেজ শেয়ারিং সেশন ২৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে প্রধান কার্যালয়ের কাজেমী সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাহী পরিচালক কাকলী জাহান আহ্‌মেদ সেশনে সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. মোহাম্মদ আক্‌তার হোসেন Strategic Communication in Central Banking শীর্ষক প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন।

ড. মোহাম্মদ আক্‌তার হোসেন বলেন, যোগাযোগের ক্ষেত্রে অংশীদারকেন্দ্রিক এবং তথ্যভিত্তিক ধারা বজায় রাখা প্রয়োজন। বিভিন্ন অংশীদারদের (সাধারণ জনগণ, বাণিজ্যিক গোষ্ঠী, আর্থিক সম্প্রদায়, সরকার, গণমাধ্যম, একাডেমিক এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার ইত্যাদি) জন্য প্রস্তুতকৃত ও সরবরাহকৃত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন পলিসি এবং ইস্যুসমূহ বলিষ্ঠ এবং পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ বিভাগ কর্তৃক কনটেন্ট তৈরির পরামর্শ দেন তিনি। এছাড়াও প্রধান অর্থনীতিবিদ গণমাধ্যম সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা, পাবলিক রিলেশন উন্নয়ন, পাবলিক অ্যাফেয়ার্সের সমন্বয়, আন্তঃযোগাযোগের উন্নয়ন, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য বক্তৃতার ড্রাফট প্রস্তুত করা, অত্যাধুনিক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্সের প্রায়োগিক জ্ঞান অর্জন, সম্পাদকীয় সেকশনের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কমিউনিকেশন্স বিভাগের আধুনিকায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি মুদ্রানীতি এবং আর্থিক তত্ত্বাবধান ও স্থিতিশীলতা সম্পর্কিত বিষয় বিভিন্ন মাধ্যমে (ইলেক্ট্রনিক এবং ডিজিটাল মাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওয়েবসাইট, বিভিন্ন মাধ্যম- প্রেস রিলিজ, সাক্ষাৎকার, পডকাস্ট, ওয়েবসাইট, লিফলেট, ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদি) প্রচারের ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে ভূমিকা পালন করার পরামর্শ প্রদান করেন।

নির্বাহী পরিচালক কাকলী জাহান আহ্‌মেদ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের সাথে সমন্বয় রেখে তত্ত্বাবধান ও ব্যষ্টিক পর্যায়ে পলিসি গঠন ও প্রচারে ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্সের ভূমিকা রাখার বিষয়ে আলোকপাত করেন। ডিসিপির পরিচালক সাঈদা খানম সেশন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ডিজিটাল ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে এফআইডির পরিচালক মোঃ ইকবাল মহসীন এবং তফসিলি ব্যাংকের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এ সময় ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান ও নির্বাহী পরিচালক উপস্থিত ছিলেন

বাংলাদেশ ব্যাংক ও তিনটি তফসিলি ব্যাংকের (ঢাকা ব্যাংক পিএলসি., প্রাইম ব্যাংক পিএলসি. ও ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি.) মধ্যে ১৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রধান কার্যালয়ের কাজেমী সেন্টারে ডিজিটাল ক্ষুদ্র ঋণ শীর্ষক পুনঃঅর্থায়ন স্কিমে অংশগ্রহণ বিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট (এফআইডি)-এর পরিচালক মোঃ ইকবাল মহসীন এবং তফসিলি ব্যাংকসমূহের পক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক রূপ রতন পাইন এবং ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট ও অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

ডিজিটাল ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় দেশের সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কোনোরূপ জামানত ছাড়াই সম্পূর্ণ ডিজিটাল মাধ্যম (ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল অ্যাপস, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, ই-ওয়ালেট ইত্যাদি) ব্যবহার করে তফসিলি ব্যাংক হতে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ ছয়মাস মেয়াদের জন্য ৫০০ টাকা হতে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। উল্লেখ্য, স্বল্প সুদ/মুনাফায় ডিজিটাল ক্ষুদ্র ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের নিমিত্ত ২ জুন ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তিন বছর মেয়াদি ১০০ কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়। পরবর্তীতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিলটির পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। স্কিমটির মেয়াদ জুন ২০২৫ এ সমাপ্ত হলেও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে এর অবদান বিবেচনায় ও অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহের আগ্রহের প্রেক্ষিতে তহবিলটির পরিমাণ ১০০ কোটিতে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে এবং স্কিমটির মেয়াদ তিন বছর বৃদ্ধি করে ৩০ জুন ২০২৮ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

ইন-হাউজ নলেজ শেয়ারিং সেশন অনুষ্ঠিত

নির্বাহী পরিচালক কাকলী জাহান আহমেদ ও সেশনে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কাজেমী সেন্টারে ২৭ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্টের আয়োজনে প্রস্তাবিত আমানত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর উপর একটি ইন-হাউজ নলেজ শেয়ারিং সেশন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে নির্বাহী পরিচালক কাকলী জাহান আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্টের পরিচালক কে. এম. ইব্রাহিম, ব্যাংক রেজল্যুশন ডিপার্টমেন্টের অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ আশফাকুর রহমান ও ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্সের অতিরিক্ত পরিচালক আয়েশা-ই-ফাহমিদা খাতুন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, অনুষ্ঠানে ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্টের পরিচালক মোঃ সেলিম আহমেদসহ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

সেশনের প্রথমেই প্রধান অতিথি স্বাগত বক্তব্য রাখেন ও সেশনের উদ্বোধন করেন। সেশনে ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্টের তিন সদস্যবিশিষ্ট তিনটি দল প্রস্তাবিত আমানত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর বিভিন্ন অধ্যায়ের ধারা পর্যায়ক্রমে উপস্থাপনা করেন। এছাড়া বক্তারা উপস্থাপনায় ব্যাংক আমানত বীমা আইন ২০০০ এবং আমানত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর তুলনামূলক আলোচনা করেন।

নির্বাহী পরিচালক কাকলী জাহান আহ্মেদ নলেজ শেয়ারিং সেশন কর্মকর্তাদের উপস্থাপন তথা সার্বিক দক্ষতা ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক বলে উল্লেখ করেন।

বিশেষ অতিথিরা সব দলের উপস্থাপনার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য- বিষয়বস্তু, বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা ও উপস্থাপনার বাচনভঙ্গি ইত্যাদি পর্যবেক্ষণপূর্বক তাদের অভিমত ও পরামর্শ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী দল এবং বিশেষ অতিথিবৃন্দকে ক্রেস্ট ও বই উপহার দেয়া হয়।

সরকারি সিকিউরিটিজ শীর্ষক কর্মশালা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে সরকারি সিকিউরিটিজের ইনভেস্টর বেস বৃদ্ধি, বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসে ২৪-২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের ৬০ জন কর্মকর্তা এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। সিলেট অফিসের নির্বাহী পরিচালক খালেদ আহমদের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক রূপ রতন পাইন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের পরিচালক ইস্তেকমাল হোসেন এবং সিলেট অফিসের পরিচালক মোঃ শাহজাহান মজুমদার। কর্মশালায় সরকারি সিকিউরিটিজসমূহে বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে সেশন পরিচালিত হয়। নির্বাহী পরিচালক রূপ রতন পাইন, ডিএমডির পরিচালক ইস্তেকমাল হোসেন, অতিরিক্ত পরিচালক সোহেলী আফরীন, নিরু নাসরিন এবং উপপরিচালক মোঃ কামরুল হাসান বিশেষজ্ঞ বক্তা হিসেবে সেশন পরিচালনা করেন।

প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক রূপ রতন পাইন ও অন্য অতিথিবৃন্দ

ডিরেক্টরস্ অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তি

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের যুগ্ম পরিচালক ড. মোঃ রুবেল ইসলাম সম্প্রতি বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিআইজিএম) কর্তৃক আয়োজিত Rise to Lead: Developing Future Leaders প্রশিক্ষণ কোর্সে ডিরেক্টরস্ অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হন।

বিআইজিএম আয়োজিত Rise to Lead: Developing Future Leaders শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের দ্বিতীয় ব্যাচ ২৬ অক্টোবর থেকে ১৬ নভেম্বর ২০২৫ মেয়াদে অনুষ্ঠিত হয়। সরকার, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, সামরিক-বেসামরিক প্রশাসন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ, সরকারি কলেজ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার গবেষক, বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাসহ মোট ৩২ জন প্রশিক্ষণার্থী এতে অংশ নেন।

কোর্স চলাকালীন সার্বিক পারফরম্যান্স ও স্ট্র্যাটেজিক পেপারের মান যাচাই করে শীর্ষ তিনজন অংশগ্রহণকারীকে বিআইজিএম ডিরেক্টরস্ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

যুগ্ম পরিচালক ড. মোঃ রুবেল ইসলাম অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন

এসএমএপির বার্ষিক পর্যালোচনা সভা

সভায় প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালাহ উদ্দীন বক্তব্য রাখছেন

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ জাইকা সহায়তাপুষ্ট Small and Marginal Sized Farmers Agricultural Productivity Improvement and Diversification Financing Project (SMAP) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য একটি বার্ষিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি ঋণ বিভাগ (ডিভিশন-২) কর্তৃক আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি ঋণ বিভাগ (ডিভিশন-২) এর পরিচালক আবুল কালাম আজাদ। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালাহ উদ্দীন। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ১১টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (আশা, ব্যুরো বাংলাদেশ, সিদীপ, গাক, জেসিএফ, এমএসএস, আরডিআরএস বাংলাদেশ, রিক, সাজিদা ফাউন্ডেশন, এসকেএস ফাউন্ডেশন, উদ্দীপন) এর প্রতিনিধিবৃন্দ এবং কৃষি ঋণ বিভাগের এসএমএপি ও বাংলা-শেপ সেকশনের কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি কৃষক নির্বাচন এবং কৃষি ঋণের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া তিনি কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ এবং ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে বাংলা-শেপ প্রকল্পের গুরুত্ব এবং ভবিষ্যতে বাজারভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার জন্য সকল ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা কামনা করেন।

অংশগ্রহণকারী সকল ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এসএমএপি প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে সভায় একটি মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন কৃষি ঋণ বিভাগের যুগ্ম পরিচালক ফারহানা ইসলাম। এসএমএপি ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, জীবনচক্রভিত্তিক টিএসএস প্রদান, কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য এসএমএপি প্রকল্পের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অধিকতর মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক এবং তিনটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির সম্মেলন কক্ষে ২০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিআরটিসি, বিএসএফ ও বিআইবিএমের মধ্যে তিনটি পৃথক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা স্মারকসমূহে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির পরিচালক মোহাম্মদ আমিনুর রহমান চৌধুরী স্বাক্ষর করেন। বিআরটিসির পক্ষে স্বাক্ষর করেন সংস্থাটির পরিচালক (টেকনিক্যাল) কর্নেল কাজী আইয়ুব আলী; বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের পক্ষে স্বাক্ষর করেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান; এবং বিআইবিএমের পক্ষে স্বাক্ষর করেন অতিরিক্ত পরিচালক সোহেল রানা। অনুষ্ঠানে বিআরটিসির চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ মোল্লা, বিএসএফের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির নির্বাহী পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিবিটিএর পরিচালকসহ অন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে বিবিটিএর পরিচালক সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন

বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদানকারী সহকারী পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে জোরদার ও অধিকতর যুগোপযোগী করা এবং প্রশিক্ষণার্থীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য গঠনের উপর গুরুত্বারোপ করে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম নতুনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। নতুন এ পাঠ্যক্রমে প্রশিক্ষণার্থীদের শরীরচর্চা, সাঁতার ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম), বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন (বিএসএফ) এবং বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মাঠ ব্যবহার, সাঁতার ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

লাইব্রেরি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরির উদ্যোগে ১৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের নিয়ে লাইব্রেরি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারের প্রজেকশন রুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪১ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। আয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরির অতিরিক্ত পরিচালক মুহাঃ মহিউদ্দিন হাওলাদার ও শশাংক কুমার সিংহ এবং অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। লাইব্রেরির সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আরিফুর রহমান ও আমিনুল ইসলাম লাইব্রেরির কার্যক্রম ও ব্যবহারবিধি এবং বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে বর্ণনা করেন।

ইন্টার্নশিপ শিক্ষার্থীদের মাঝে গ্রন্থাগারের কর্মকর্তাবৃন্দ

কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

প্রধান অতিথি পরিচালক মাসুমা সুলতানা একজন শিক্ষার্থীকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন

২০২৫ সালের এস.এস.সি পরীক্ষায় বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৭ জন শিক্ষার্থী জি.পি.এ- ৫ অর্জন করায় ১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ বিদ্যালয় সভাকক্ষে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল, ঢাকার প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক মাসুমা সুলতানা। সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক (এফএসডি) মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকী।

প্রধান অতিথি মাসুমা সুলতানা তার বক্তব্যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন বিভিন্ন স্মৃতি তুলে ধরেন। তিনি কৃতী শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানান এবং ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতি কামনা করেন। প্রধান অতিথি ও পরিচালক মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকী কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট ও পুরস্কার তুলে দেন।

তিনি কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জনের ধারা অব্যাহত রাখার উপর জোর দেন ও বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার কথা উল্লেখ করেন।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব, ক্যুইজ ক্লাব এবং বই পড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ১৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের সভাপতি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির পরিচালক শাকিল এজাজ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্টের পরিচালক এবং বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকী। স্পন্সর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, দিলকুশা শাখার অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ম্যানেজার অপারেশন কামরুল হাসান এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মাহবুবুর রহমান।

প্রধান অতিথি পরিচালক শাকিল এজাজ একজন শিক্ষার্থীকে পুরস্কার প্রদান করছেন

প্রধান অতিথি পরিচালক শাকিল এজাজ সহশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকী সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং বিদ্যালয়ে চলমান বিভিন্ন ক্লাবের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন বিদ্যালয়ের ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক লিটন চন্দ্র দাস এবং অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী ও ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের সদস্য সৈয়দা আরাফাহ আনজুম। অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এফডিআইপিপির উদ্যোগে সেমিনার অনুষ্ঠিত

সেমিনারে অংশগ্রহনকারীদের মাঝে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও অন্যরা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের Foreign Direct Investment Promotion Project (FDIPP)-এর উদ্যোগে ২ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে বগুড়ার Rural Development Academy (RDA)-তে প্রকল্পের প্রমোশনাল সেমিনার ও এক্সিকিউটিভ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্প পরিচালক রনজিৎ কুমার রায় এতে সভাপতিত্ব করেন। সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ সাখাওয়াত হোসেন প্রধান অতিথি এবং নির্বাহী পরিচালক মোঃ আমির উদ্দিন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া, অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিসের পরিচালকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা; বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও নাটোর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, বগুড়া লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি, বগুড়া অঞ্চলের পাঁচজন নারী উদ্যোক্তা, প্রকল্পের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ পিএফআই-এর কর্মকর্তাগণ, ঋণগ্রহণকারী বিভিন্ন গ্রাহকবৃন্দ (End-borrower), জাপানে সম্ভাব্য রপ্তানিকারকগণ এবং প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে এক্সিকিউটিভ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের সভাপতি ও প্রকল্প পরিচালক রনজিৎ কুমার রায় উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন এবং সেমিনারের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, প্রকল্পটির মোট অর্থায়নের পরিমাণ ৫৩০ কোটি টাকা যা Japan International Cooperation Agency (JICA) এর সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং এর মেয়াদ ২০৫৫ সাল পর্যন্ত।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক মোঃ সাখাওয়াত হোসেন বলেন, বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (FDI) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। FDIPP প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় উদ্যোক্তারা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করে নতুন প্রযুক্তি ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পাচ্ছেন। বিশেষ অতিথি নির্বাহী পরিচালক মোঃ আমির উদ্দিন বলেন, Two Step Loan (TSL) কম্পোনেন্টের আওতায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে জাপানের রপ্তানিকারকেরা সহজ শর্তে কম সুদে বিনিয়োগ সহায়তা পাচ্ছেন, যা আঞ্চলিক অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করবে।

অনুষ্ঠানে প্রথম সেশনে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক ও FDIPP এর উপ প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ ইসমাইল হোসেন এবং যুগ্ম পরিচালক ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক কামরুল ইসলাম এফডিআইপিপির কর্মপরিধি ও এর মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের সার্বিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিস্তারিত প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। পরবর্তী সেশনে প্রকল্প হতে অর্থায়ন গ্রহণ করার আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন প্রকল্পের উপ পরিচালক ও প্রকল্প কর্মকর্তা মোঃ অলিউল্লাহ ভূঁইয়া। প্রতিটি সেশনের পর পৃথক প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

ই-ব্যাংকিং শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের সাথে একাডেমির নির্বাহী পরিচালক ও অন্যান্য অনুষদ সদস্য

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি কর্তৃক E-banking and E-commerce Data Reporting শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স ১০-১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ মেয়াদে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংক হতে আগত বিভিন্ন স্তরের ৩০ জন কর্মকর্তা কোর্সটিতে অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বাংলাদেশে পেমেন্ট সিস্টেমে e-banking and e-commerce data reporting-এর গুরুত্ব ও প্রভাব, data reporting procedures of all Cards, Card's transaction in different tools, Mobile Financial Services (MFS) operations, agent banking operations, no-frill accounts and internet banking related data ইত্যাদি বিষয়ে সেশন পরিচালিত হয়।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া, পরিচালক (পরিসংখ্যান) মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, কোর্স ডিরেক্টর ড. মোঃ আজিম উদ্দিন এবং কোর্স সমন্বয়কারী সহকারী পরিচালক এ. টি. এম. আহাসানুল হক উপস্থিত ছিলেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির পরিচালক মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন।

SAP Training শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির উদ্যোগে প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও শাখা অফিসসমূহ হতে উপসহকারী পরিচালক/ সহকারী পরিচালক/উপপরিচালক/যুগ্ম পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে ১-৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ মেয়াদে SAP Training on HRM Payroll শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সটি অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সটি নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে পরিচালক ও কোর্স ডিরেক্টর রেজিয়া খাতুন, উপপরিচালক (আইসিটি) ও কোর্স সমন্বয়কারী মোঃ শামীম-আল-মামুন এবং কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া ও কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

রিস্ক ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া ও কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ হতে সহকারী পরিচালক/উপপরিচালক/যুগ্ম পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তা ও বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সমন্বয়ে ৭-৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ মেয়াদে Open Position and Foreign Exchange Risk Management শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সটি অনুষ্ঠিত হয়। একাডেমির নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া কোর্সের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিবিটিএর পরিচালক মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, কোর্স ডিরেক্টর তানিয়া মুস্তাফিজ, অতিরিক্ত পরিচালক ও কোর্স সমন্বয়কারী মোছাঃ শাহানাজ পারভীন, যুগ্ম পরিচালক এবং কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

Capital Adequacy for Banks Under Basel-III শীর্ষক কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে ২১-২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ মেয়াদে Capital Adquacy for Banks Under Basel-III শীর্ষক কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে একাডেমির নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া প্রশিক্ষণ কোর্সটির উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির পরিচালক মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন একাডেমির অতিরিক্ত পরিচালক এবং কোর্স ডিরেক্টর সৈয়দ গোলাম শাহাজারুল আলম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন একাডেমির উপপরিচালক শাহ আরাফাত হোসেন। কোর্সে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় হতে সহকারী পরিচালক, উপপরিচালক, যুগ্ম পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালক পদমর্যাদার আটজন কর্মকর্তার পাশাপাশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ হতে সিনিয়র অফিসার/প্রিন্সিপাল অফিসার/সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার/সহকারী মহাব্যবস্থাপক পদমর্যাদার ২০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানের সভাপতি একাডেমির পরিচালক মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদ বিতরণ করেন।

প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে বিবিটিএর পরিচালক মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, কোর্স ডিরেক্টর ও কোর্স কোঅর্ডিনেটর

খুলনা অফিস

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আর্থিক সাক্ষরতা কর্মশালা

প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক মোঃ রুকনুজ্জামান ও অংশগ্রহণকারীগণ

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে 'গ্রাহক সেবা পক্ষ' এর আওতায় তরুণ উদ্যোক্তা ও শিক্ষার্থীদের জন্য আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের সভাকক্ষে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালক মোঃ মতিয়ার রহমান মোল্যার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ রুকনুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা অফিসের পরিচালক এস, এম, কামালুজ্জামান কামাল। কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের এনএফআইএস এডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিটের অতিরিক্ত পরিচালক প্রজ্ঞা পারমিতা সাহা এবং সার্বিক সমন্বয়কারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন্স এন্ড মার্কেটস এর অতিরিক্ত পরিচালক ড. সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্টের অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। কর্মশালায় বিভিন্ন শ্রেণির তরুণ উদ্যোক্তা ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীসহ মোট ৬০ জন অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক এবং পরিচালকবৃন্দ দেশের আর্থ-সামাজিক, টেকসই কারিগরি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থী এবং উদ্যোক্তা পর্যায়ে তরুণদের সম্পৃক্ত করার গুরুত্বারোপ করেন এবং এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেন। কর্মশালার বিভিন্ন সেশনে বক্তারা আর্থিক সাক্ষরতার পাশাপাশি আর্থিক খাতের সেবা সম্বন্ধে বিশদ ধারণা প্রদান করেন। এছাড়া, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা করেন।

বরিশাল অফিস

আর্থিক সাক্ষরতা কর্মশালা

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে 'গ্রাহক সেবা পক্ষ' এর আওতায় তরুণ উদ্যোক্তা ও শিক্ষার্থীদের আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসের সভাকক্ষে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বরিশাল অঞ্চলের ৭০ জন তরুণ উদ্যোক্তা এ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। বরিশাল অফিসের পরিচালক ইমতিয়াজ আহমদ মাসুমের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বরিশাল অফিসের নির্বাহী পরিচালক মধুসূদন বনিক উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বরিশাল অফিসের পরিচালক মোহাম্মদ সামসুউদ্দিন আহমেদ ও আবুল বসার উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি মধুসূদন বনিক আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তরুণ সমাজের আর্থিক সাক্ষরতা থাকা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজ হিসেবে বাজার নিয়ন্ত্রণে মুদ্রানীতি প্রণয়ন, কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি, আমদানি নির্ভরতা কমানো ও সহজ শর্তে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের জন্য কৃষি ঋণ নীতিমালা প্রণয়ন এবং ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানির জন্য নীতিমালা প্রণয়নসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করেন।

তারুণ্যের উৎসবে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক মধুসূদন বণিক

সভাপতি ও পরিচালক ইমতিয়াজ আহমদ মাসুম জুলাই অভ্যুত্থানে তরুণদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেন। প্রধান উপদেষ্টার 'থ্রি-জিরো' (Zero Unemployment, Zero Poverty and Zero Carbon Emission) তরুণদের ধারণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগের (ডিএফআইএম) অতিরিক্ত পরিচালক ড. সৈয়দ নজরুল ইসলাম কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন। এনএফআইএস এডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিটের অতিরিক্ত পরিচালক প্রজ্ঞা পারমিতা সাহা আর্থিক সাক্ষরতার গুরুত্ব এবং আর্থিক খাতের সেবাসমূহের সাথে পরিচয় শীর্ষক পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করেন। বরিশাল অফিসের যুগ্মপরিচালক (এসএমই এন্ড এসপিডি) মোল্লা আল মাহমুদ এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ শিরোনামে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করেন। কর্মশালায় উপস্থিত উদ্যোক্তাগণ তাদের বিভিন্ন মতামত, পরামর্শ তুলে ধরেন।

রংপুর অফিস

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আর্থিক সাক্ষরতা কর্মশালা

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদ্‌যাপনে 'গ্রাহক সেবা পক্ষ' এর আওতায় তরুণ উদ্যোক্তা এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর অফিসে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রংপুর অফিসের পরিচালক মোঃ এমদাদুল হক এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ আলী মাহমুদ। কর্মশালায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, রংপুর চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, রংপুর ওমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধিসহ তরুণ উদ্যোক্তা ও শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক মোঃ আলী মাহমুদ বলেন, তরুণরা হলো একটি দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ এবং তাদের চিন্তা, উদ্ভাবন, কর্মশক্তি ও ইতিবাচক মনোভাব সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের চালিকাশক্তি হতে পারে। দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানে তরুণ উদ্যোক্তাদের নতুন পণ্য, সেবা ও প্রযুক্তি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি এসএমইএসপিডির অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, এইচআরডি-১ এর অতিরিক্ত পরিচালক ফিরোজ মাহমুদ ইসলাম এবং রংপুর অফিসের অতিরিক্ত পরিচালক সঞ্জয় কুমার রায় উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রধান কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক ফিরোজ মাহমুদ ইসলাম। দিনব্যাপী কর্মশালায় আর্থিক সাক্ষরতার গুরুত্ব ও আর্থিক খাতের সেবাসমূহের সঙ্গে পরিচিতি এবং এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগ বিষয়ে দুটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে নির্বাহী পরিচালক মোঃ আলী মাহমুদ

বগুড়া অফিস

আর্থিক সাক্ষরতা কর্মশালা

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদ্‌যাপনে 'গ্রাহক সেবা পক্ষ' এর আওতায় তরুণ উদ্যোক্তা ও শিক্ষার্থীদের মাঝে আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৭ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিসে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বগুড়া অফিসের পরিচালক সরদার আল এমরানের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ সাখাওয়াত হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক শবরী ইসলাম ও খায়রুল আলম চৌধুরী টুটুল।

উক্ত কর্মশালায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বগুড়া; মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরসহ বগুড়া, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট ও গাইবান্ধা জেলার বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রত্যাশীদের মধ্যে ৮২ জন তরুণ উদ্যোক্তা ও শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রধান কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক ফিরোজ মাহমুদ ইসলাম। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ব্যাংকিং ব্যবস্থা উন্নয়ন ও নৈতিকতা চর্চার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানে তরুণ তথা উদ্যোক্তাগণকে নতুন নতুন পণ্য, সেবা, প্রযুক্তি নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

কর্মশালায় আর্থিক সাক্ষরতার গুরুত্ব এবং আর্থিক খাতের সেবাসমূহের সাথে পরিচয় ও এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের উপরে দুটি প্রেজেন্টেশন এবং একটি ফিডব্যাক সেশনের আয়োজন করা হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

রাজশাহী অফিস

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আর্থিক সাক্ষরতা কর্মশালা

তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উদ্‌যাপনে গ্রাহক সেবা পক্ষ শীর্ষক কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের উদ্যোগে ২৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ অফিসের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) শামসুল আরেফীন। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক রথীন কুমার পাল ও কানিজ ফাতেমা। সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত পরিচালক (এসএমইএসপিডি) মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান।

কর্মশালায় উপস্থিত প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দ

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, নতুন নতুন উদ্যোক্তাসহ অন্যান্য স্টার্ট আপ বিজনেস সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক যৌথভাবে বিভিন্ন অর্থায়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ করে যাচ্ছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হলে রাজশাহী অঞ্চলের কর্মসংস্থান সৃজন ও এ অঞ্চলের আর্থিক খাতের আরও উন্নয়ন ঘটবে। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান লক্ষ্য হলো উদ্যোক্তাদের জন্য অর্থায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।

বিশেষ অতিথিদ্বয় তাদের বক্তব্যে তরুণ উদ্যোক্তা ও শিক্ষার্থীদের জন্য আর্থিক সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং দেশে আরও নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রাখতে তরুণ উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসার আহবান জানান। ৮০ জন তরুণ উদ্যোক্তা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আর্থিক সাক্ষরতা প্রদান ও বৃদ্ধি এবং এর ব্যবহারের উপর দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

সিলেট অফিস

আর্থিক সাক্ষরতা কর্মশালা

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে গ্রাহক সেবা পক্ষ এর আওতায় তরুণ উদ্যোক্তা ও শিক্ষার্থীদের জন্য আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসের সভাকক্ষে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট অফিসের নির্বাহী পরিচালক খালেদ আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট অফিসের পরিচালক আবদুস সালাম মাহমুদ, প্রধান কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক (আইসিটি) মোঃ জাকিউল আলম সরকার ও অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ আলী হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিলেট অফিসের অতিরিক্ত পরিচালক মোছাঃ ফেরদৌসী বেগম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন নির্বাহী পরিচালক খালেদ আহমদ, পরিচালক আবদুস সালাম মাহমুদ, অতিরিক্ত পরিচালক (আইসিটি) মোঃ জাকিউল আলম সরকার, অতিরিক্ত পরিচালক মোছাঃ ফেরদৌসী বেগম, সিলেট প্রেস ক্লাবের সভাপতি ইকরামুল কবির ও সিলেট উইম্যান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক রেহানা আফরোজ খান। কর্মশালায় অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ আলী হোসেন ও সিলেট অফিসের যুগ্মপরিচালক হুমায়রা জাহান রপু দুটি সেশন পরিচালনা করেন। কর্মশালায় ৬০ জন তরুণ উদ্যোক্তা এবং বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী তরুণ উদ্যোক্তা ও শিক্ষার্থীদের সাথে অতিথিবৃন্দ

সিলেট অফিস

সিআইবি বিজনেস রুলস্ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসে CIB Business Rules & Online Reporting Systems শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স ১৬-১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংক হতে আগত বিভিন্ন স্তরের ৪০ জন কর্মকর্তা কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসের নির্বাহী পরিচালক খালেদ আহমেদ, পরিচালক (সিআইবি) মোঃ শফিকুল ইসলাম ও মোহাম্মদ আবুল হাসেম, বিবিটিএর পরিচালক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম এবং যুগ্ম পরিচালক ও কোর্স সমন্বয়কারী মোঃ ফরহাদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথির সাথে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

সিলেট অফিসের পরিচালক মোহাম্মদ আবুল হাসেম, সিআইবির পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম ও অতিরিক্ত পরিচালক শ্যামল কুমার মজুমদার, বিবিটিএর পরিচালক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম বিশেষজ্ঞ বক্তা হিসেবে সেশন পরিচালনা করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে সিলেট অফিসের নির্বাহী পরিচালক প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন।

বদলিপ্রাপ্ত পরিচালক মোহাম্মদ আবুল হাসেমকে সম্মাননা স্মারক তুলে দিচ্ছেন নির্বাহী পরিচালক খালেদ আহমদ

বদলি উপলক্ষে বিদায় অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসের পরিচালক মোহাম্মদ আবুল হাসেমের প্রধান কার্যালয়ে বদলি উপলক্ষে অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উদ্যোগে ৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে এক বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতিরিক্ত পরিচালক মোছাঃ ফেরদৌসী বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক খালেদ আহমদ ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক মোঃ শাহজাহান মজুমদার। অনুষ্ঠান শেষে অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ থেকে বদলিপ্রাপ্ত অতিথিকে শুভেচ্ছা উপহার ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

রাজশাহী অফিস

আইটি সিকিউরিটি শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির উদ্যোগে ২৩-২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ মেয়াদে IT Security and Awareness শীর্ষক কোর্স রাজশাহী অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মেজবাউল হক কোর্সটির উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী অফিসের পরিচালক রথীন কুমার পাল এবং পরিচালক শামসুল আরেফীন। প্রধান অতিথি তথ্য প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার এবং হ্যাকিং ও সাইবার ক্রাইম সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি আইটি সিকিউরিটি বিষয়ক গাইডলাইন্স ও পলিসিসমূহ পরিপালনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোর্সটির কোর্স ডিরেক্টর বিবিটিএর অতিরিক্ত পরিচালক (আইসিটি) নাসরিন সুলতানা। কোর্স কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন একাডেমির যুগ্ম পরিচালক (আইসিটি অপারেশন) সৈয়দ এম খালিদ হোসেন। প্রশিক্ষণ কোর্সটিতে রাজশাহী অফিস এবং রাজশাহী অফিসের আওতাধীন বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানির ৪০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

নির্বাহী পরিচালক ও অন্য অতিথিবৃন্দের সাথে প্রশিক্ষণার্থীগণ

প্রশিক্ষণ কোর্সের সেশনসমূহ পরিচালনা করেন বিবিটিএর অতিরিক্ত পরিচালক (আইসিটি) নাসরিন সুলতানা, যুগ্ম পরিচালক (আইসিটি) সাদিকা খাতুন ও যুগ্ম পরিচালক (আইসিটি অপারেশন) সৈয়দ এম খালিদ হোসেন। অতিথি বক্তা হিসেবে প্রশিক্ষণ কোর্সের সেশন পরিচালনা করেন রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মেজবাউল হক এবং অতিরিক্ত পরিচালক (আইসিটি) মোহাম্মদ শাহরিয়ার হাবিব।

বগুড়া অফিস

ISS Reporting শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি কর্তৃক ISS Reporting শীর্ষক কর্মশালা ২৩-২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে ডেটা রিপোর্টিংয়ের সঠিকতা ও আধুনিকায়নে কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে আয়োজিত এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি বগুড়া অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ সাখাওয়াত হোসেন। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির পরিচালক ও কর্মশালার ডিরেক্টর ড. উজ্জ্বল কুমার দাস এবং সঞ্চালনা করেন কোর্স কো-অর্ডিনেটর ও উপপরিচালক ফারহানা সুলতানা আইভি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিসের পরিচালক সরদার আল এমরান, শবরী ইসলাম এবং খায়রুল আলম চৌধুরী। কর্মশালায় বিশেষজ্ঞ বক্তা হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন সরদার আল এমরান, শবরী ইসলাম এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ISMD বিভাগের সহকারী পরিচালক রিমন ইসলাম। ৮০ জন কর্মকর্তা এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক মোঃ সাখাওয়াত হোসেন ও অংশগ্রহণকারীগণ

খুলনা অফিস

Bangla QR লেনদেন সম্প্রসারণ বিষয়ক সেমিনার

দেশব্যাপী প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের কাছে ডিজিটাল পেমেন্টের সুবিধাসমূহ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ক্যাশলেস বাংলাদেশ উদ্যোগের কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে খুলনা জেলায় ব্যাংক ও এমএফএস এর সমন্বয়ে Bangla QR পেমেন্টে মার্চেন্ট অনবোর্ড এবং লিড ব্যাংক মডেলে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণে র‍্যালি এবং জেলা শিল্পকলা একাডেমি, খুলনার অডিটোরিয়ামে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ রুকনুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা ও মোঃ রফিকুল ইসলাম, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সোনালী ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন প্রধান কার্যালয়ের পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্টের পরিচালক রাফেজা আক্তার কান্তা। সভায় প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিগণ ক্যাশলেস বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে Bangla QR এর গুরুত্ব তুলে ধরে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে প্রশ্ন-উত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

Bangla QR লেনদেন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অংশীজনদের র‍্যালি

আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স এর উত্থান: সিলিকন ভ্যালির আশাবাদ বনাম অর্থনীতিবিদদের শঙ্কা

শেখ মুকিতুল ইসলাম

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যোড়শ শতক পর্যন্ত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল বছর প্রতি ০.১% অর্থাৎ, অর্থনীতি ছিল প্রায় স্থবির (stagnant) । সপ্তদশ শতকে এই প্রবৃদ্ধির হার ০.৫% এ বৃদ্ধি পায় এবং উর্ধ্বগতির ধারা বজায় রেখে অষ্টাদশ শতকে হয় ১.৯% এবং উনবিংশ শতকে এসে এই প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ২.৮% এ। প্রথম শিল্প বিপ্লবের ফলে মূলত ১৮২০ সালের পর থেকেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরণ (accelerated growth) লাভ করে। আজকে যখন আমরা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সামনে দাঁড়িয়ে আছি এবং পঞ্চম শিল্প বিপ্লবের হাতছানি দেখতে পাচ্ছি এমন সময়ে টেক-রিলিজিয়ন এর অনুসারীদের তীর্থক্ষেত্র সিলিকন ভ্যালির ভবিষ্যতবাদীরা (futurist) এক অসাধারণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভবিষ্যদ্বাণী শুনাচ্ছেন। তাদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অদূর ভবিষ্যতে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ২০ থেকে ৩০ শতাংশে পৌঁছে যাবে যার পেছনে মূল ভূমিকা রাখবে আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স সংক্ষেপে এজিআই (AGI)। তবে সিলিকন ভ্যালির ভবিষ্যতবাদীরা AGI এর অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে যতটা আশাবাদী হচ্ছেন অর্থনীতিবিদরা ঠিক ততটা আশাবাদী হতে পারছেন না। কিন্তু কেন?

AGI নিয়ে আশা এবং নৈরাশ্যের কারণের অবতারণা করার আগে এর বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করা প্রয়োজন। AGI মূলত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর তিনটি প্রধান রূপের দ্বিতীয় রূপ। প্রথমটি হলো আর্টিফিশিয়াল ন্যারো ইন্টেলিজেন্স যা দ্বারা কোনও একটি নির্দিষ্ট কাজে যন্ত্রের দক্ষতা মানুষের দক্ষতাকে অতিক্রম করে যাওয়াকে বুঝায়। দ্বিতীয়টি হলো আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স যা দ্বারা বিভিন্ন ধরনের কাজে (wide range of activities) যন্ত্রের দক্ষতা মানুষের cognitive ability এর সমপর্যায়ে পৌঁছে যাওয়াকে নির্দেশ করে। তৃতীয় রূপটিকে বলা হয় আর্টিফিশিয়াল সুপার ইন্টেলিজেন্স যা দ্বারা বেশ কিছু কাজে যন্ত্রের দক্ষতা মানুষের cognitive ability কে ছাড়িয়ে আরও উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়াকে নির্দেশ করে-অবশ্য এআই এই রূপটি এখনও তাত্ত্বিক পর্যায়েই রয়েছে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল আন্তঃসংযোগ বিশিষ্ট প্রযুক্তি (connected technology)। পক্ষান্তরে পঞ্চম শিল্প বিপ্লবের মূল বৈশিষ্ট্য হবে মানুষ এবং যন্ত্রের সহযোগ (man-machine collaboration) এবং বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত প্রযুক্তিসমূহের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশ হ্রাস পাওয়া (technology convergence across major industrial domains)। আর এর পিছনে অন্যতম নিয়ামক হয়ে উঠবে AGI।

এবার আসা যাক AGI কিভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও এর পাশাপাশি অর্থনীতির অন্য চলকসমূহকে প্রভাবিত করবে সেই আলোচনায়। অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি নিয়ে যেসকল তত্ত্ব রয়েছে সেগুলোকে মোটা দাগে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে আসে ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব যার প্রবক্তাদের মধ্যে অ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো প্রমুখ অন্যতম। তাঁদের মূল বক্তব্য ছিল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য দরকার পুঁজির সঞ্চয়ন (capital accumulation), মুক্ত বাজারব্যবস্থা (free market), শ্রমের বিশেষায়িতকরণ (specialization of labor) ইত্যাদি। অপরদিকে নিও-ক্লাসিক্যালতত্ত্ব অনুযায়ী অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন পুঁজির সঞ্চয়ন এর পাশাপাশি শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি (labor productivity) এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়ন (technological progress)। উল্লেখ্য, নিও-ক্লাসিকাল তত্ত্বে প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে Exogenous variable হিসেবে ধরা হয়। অপরদিকে এন্ডোজেনাস গ্রোথ থিওরি অনুসারে অর্থনীতির দীর্ঘ মেয়াদে প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে মূল ভূমিকা রাখে হিউম্যান ক্যাপিটাল, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট খাতে বিনিয়োগ এবং টেকনোলজিকাল ইনোভেশন। নিও-ক্লাসিকাল তত্ত্বের সাথে এন্ডোজেনাস গ্রোথ থিওরির মূল পার্থক্য হলো টেকনোলজিকাল ইনোভেশনকে এন্ডোজেনাস গ্রোথ থিওরিতে Endogenous variable হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ, এন্ডোজেনাস গ্রোথ থিওরিতে টেকনোলজিকে পলিসি দ্বারা পরিবর্তনযোগ্য চলক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ থমাস ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুযায়ী ফসলের উৎপাদন গাণিতিক হারে বাড়লেও জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক হারে। ফলে বাড়তি জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর মতো খাদ্য উৎপাদন না হওয়ায় মানুষ দারিদ্র্য এবং দুর্ভিক্ষের চক্র থেকে বের হতে পারবে না। কিন্তু তিনি যে বিষয়টি বিবেচনায় আনেননি তা হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে লেবার গ্রোথ হওয়ার পাশাপাশি নতুন নতুন আইডিয়া এবং প্রযুক্তিরও উদ্ভব ঘটে। ফলে পৃথিবী ম্যালথাসের তত্ত্বের দারিদ্র্য এবং দুর্ভিক্ষের চক্রে আটকে থাকেনি বরং এগিয়ে গেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নতুন নতুন পদ্ধতি ও উদ্ভাবনী শক্তির বৃদ্ধিকে বিবেচনায় না আনা ম্যালথাসের তত্ত্বের একটা দুর্বলতা। পক্ষান্তরে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর মাধ্যমে উদ্ভাবনী শক্তিকে মানুষের কল্পনাজগতের বাইরে নিয়ে যাওয়ার সক্ষমতার উপর ভিত্তি করেই সিলিকন ভ্যালির ভবিষ্যতবাদীরা AGI ভিত্তিক উচ্চ প্রবৃদ্ধির (বার্ষিক ২০-৩০%) ভবিষ্যদ্বাণী করছেন। তবে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে অর্থনীতিবিদরা একমত নন। উদাহরণস্বরূপ ২০২৪ সালে নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ Daron Acemoglu এর প্রাক্কলন (estimation) অনুযায়ী AGI গ্লোবাল জিডিপিকে বড়জোর ১-২% বৃদ্ধি করতে পারে তাও আবার তা বার্ষিক বৃদ্ধি নয় বরং এই প্রবৃদ্ধি হবে গড়ে এক যুগ ধরে। তাঁর এই প্রাক্কলনের পেছনে যে assumption কাজ করেছে তা হলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে মাত্র ৫% কাজকে অটোমেশনের আওতায় আনা যাবে। ২০২৩ সালে সম্পাদিত গবেষণার ফলাফল থেকে তিনি এই অনুমান করেছেন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই গবেষণা যখন করা হয় তখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর ক্ষমতা ছিল তুলনামূলক সীমিত। অবশ্য অর্থনীতিবিদদের মতে যদি AGI অর্জন করা সম্ভব হয়ও তবু অর্থনীতিতে নানা ধরনের constraint বা সীমাবদ্ধতা দেখা যাবে যেমন energy crisis, infrastructure shortage, regulation, institutional sluggishness ইত্যাদি। এসকল সীমাবদ্ধতা কাটাতে ক্ষেত্র বিশেষে আরও ইনভেস্টমেন্ট এর প্রয়োজন পড়বে। কিন্তু investment led growth এর একটা সমস্যা হচ্ছে diminishing returns to capital। ফলে শুধুমাত্র ক্যাপিটাল মেশিনারিজ এ বিনিয়োগ করলেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হবে না যদি না সমানুপাতিক হারে শ্রমের (skilled labor) যোগান নিশ্চিত করা যায়। আর এখানেই AGI এর আসল গুরুত্ব সামনে চলে আসবে। AGI অর্জন করা গেলে মেশিন এবং প্রযুক্তিই হবে লেবারের রিপ্লেসমেন্ট অর্থাৎ ফ্যাক্টরস অব প্রোডাকশনে ক্যাপিটাল এবং লেবারের যে চিরাচরিত সম্পর্ক তা শুধুমাত্র ক্যাপিটাল দ্বারাই প্রতিস্থাপিত হবে। ফলে তখন ফ্যাক্টরস অব প্রোডাকশনসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য মূল সীমাবদ্ধতা হবে ক্যাপিটাল।

জেপি মরগ্যানের প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০২৫, ২০২৬ এবং ২০২৭ সালে প্রধান AI hyperscaler কোম্পানিসমূহের (Alphabet, Amazon(AWS), Meta, Microsoft, Oracle) মূলধনী ব্যয় (Capex) হবে যথাক্রমে ৩৪৭ বিলিয়ন, ৪২২ বিলিয়ন এবং ৪৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং এই মূলধনী ব্যয় হবে তাদের অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো এর প্রায় ৬০-৭০%। এ থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে, টেক-জায়ান্টরা তাদের আয়ের অধিকাংশই পুনঃবিনিয়োগ করতে যাচ্ছে। আর এই বিনিয়োগের অধিকাংশই বিনিয়োগ হবে এআই ইনফ্রাস্ট্রাকচারে।

(২০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

এক হাজার দিন বা সুযোগের জানালা

মোঃ ইসরাফিল ইসলাম

বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মতো বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রেও অপুষ্টি একটি মারাত্মক সমস্যা। অপুষ্টি একটি চক্র যা প্রজন্মের পর প্রজন্মের শারীরিক, মানসিক ও মস্তিষ্কের বৃদ্ধিকে ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত করে। যথাসময়ে উপযুক্ত পুষ্টির অভাবে আমাদের দেশের শিশু মৃত্যুর হার এখনো উল্লেখযোগ্য। বিডিএইচএস ২০২২ এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর হার হচ্ছে নবজাতক (জন্ম-৩০ দিন) ২০ জন, শিশু (এক মাস- এক বছর) ২৫ জন এবং পাঁচ বছরের নিচের শিশু ৩০ জন। এছাড়া প্রতি ১০০ জনে ২৪ জন শিশু খর্বকায়, ২২ জন কম ওজন এবং ১১ জন কৃশকায় অবস্থায় মারাত্মক অপুষ্টিতে ভোগে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে মাতৃত্বকালীন রক্তস্বল্পতা, পরিমিত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সুষম খাদ্য, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট, এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং, শিশুর বয়স ছয় মাস থেকে সাপ্লিমেন্টারি অভাব। গর্ভাবস্থা থেকে জীবনের প্রথম ১০০০ দিন শিশুর বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়, যা আজীবন স্বাস্থ্য এবং বৃদ্ধির ভিত্তি স্থাপন করে। এই সময় সর্বোত্তম পুষ্টি, অপুষ্টি ও এর প্রতিকূল এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব প্রতিরোধ করতে পারে। এই সময়ের মধ্যে অপুষ্টিতে ভোগা শিশুরা অসুস্থতা, মৃত্যু এবং দীর্ঘমেয়াদি বিকাশগত সমস্যার ঝুঁকির সম্মুখীন হয়, যা খারাপ স্বাস্থ্যের ফলাফলের চক্রকে স্থায়ী করে তোলে।

এক হাজার দিন (Thousand Day) কী?

এক হাজার দিন হলো একজন মহিলার গর্ভধারণ থেকে শুরু করে তার সন্তানের দুই বছর বয়স পর্যন্ত সময়কাল। এটি শিশুর শরীর এবং মস্তিষ্কের অতুলনীয় বৃদ্ধির সময়, যে সময়ে আজীবন স্বাস্থ্য এবং বিকাশের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। এই ১০০০ দিনকে পুষ্টির হস্তক্ষেপের জন্য সুযোগের জানালা বলা হয়। কারণ এই পর্যায়ে পুষ্টির সবচেয়ে বেশি ইতিবাচক প্রভাব পড়ে, অন্যদিকে দুর্বল পুষ্টির প্রতিকূল প্রভাব পড়লে তা সারাজীবন স্থায়ী হয়। অর্থাৎ ১০০০ দিন বলতে গর্ভকালীন ২১০ দিন এবং শিশু জন্ম থেকে ৭৯০ দিন (২৪ মাস) বয়স পর্যন্ত সময় সীমাকে বুঝায়।

অন্যভাবে বলা যায়, প্রথম ১০০০ (এক হাজার) দিনের পদ্ধতি বলতে একটি জনস্বাস্থ্য কৌশলকে বোঝায় যা গর্ভধারণ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় জন্মদিন পর্যন্ত শিশুর বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ সময়কালের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যেখানে পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা এবং শৈশবের প্রাথমিক বিকাশের লক্ষ্যে হস্তক্ষেপগুলি শিশুদের আজীবন স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার উপর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে।

গর্ভকালীন সেবা (প্রথম ২৭০ দিন)

- গর্ভকালীন চেকআপ কমপক্ষে চার বার
  প্রথম চেকআপ ১৬তম সপ্তাহ (চতুর্থ মাস) বা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।
  দ্বিতীয় চেকআপ ২৪ সপ্তাহ (ছয় মাস)
  তৃতীয় চেকআপ ৩২ সপ্তাহ (আট মাস)
  চতুর্থ চেকআপ ৩৬ সপ্তাহ (নয় মাস)
- আয়রন, ফলিক এসিড সেবন (গর্ভাবস্থার আগে এবং গর্ভাবস্থায় পর্যাপ্ত ফলিক অ্যাসিড গ্রহণ করলে শিশুর মস্তিষ্ক বা মেরুদণ্ডের বড় ধরনের জন্মগত ত্রুটি প্রতিরোধ করা যায়)।
- টিটি ভ্যাক্সিনেশন (ছয় ও সাত মাসে)। (পূর্বে নেওয়া থাকলে প্রয়োজন নেই)।
- পরিমিত পুষ্টিকর (আমিষ, শর্করা, ভিটামিন, মিনারেল, ফাইবার সমৃদ্ধ) খাবার গ্রহণ।
- ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।
- ডেলিভারির (প্রসবের) প্ল্যান তৈরি করা (প্রসবের স্থান নির্বাচন, অ্যাম্বুলেন্সের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ, টাকা জমানো ইত্যাদি)।

প্রসব পরবর্তী সেবা-

- প্রাতিষ্ঠানিক ভিজিট
  প্রথম ভিজিট- শিশু জন্মের তিন দিনের মধ্যে।
  দ্বিতীয় ভিজিট- শিশু জন্মের দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যে।
  তৃতীয় ভিজিট- শিশু জন্মের ছয় সপ্তাহের মধ্যে।
- আয়রন, ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন সেবন।

শিশুর যত্ন (এক-১৮১ দিন বা ছয় মাস পর্যন্ত)-

- জন্মের সাথে সাথে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মায়ের বুকের শাল দুধ খাওয়ানো (শাল দুধ শিশুর জীবনের প্রথম টিকা হিসেবে কাজ করে এবং বিভিন্ন রোগ বা সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে)।
- শূন্য-ছয় মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধ ব্যতীত একফোঁটা পানিও না খাওয়ানো।
- ভ্যাক্সিনেশন বা ইমোনাইজেশন করানো।

১৮১ দিন বা ছয় মাস থেকে ২৪ মাস পর্যন্ত সেবা-

- মায়ের বুকের দুধ চলমান রাখা।
- মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি বয়স অনুযায়ী বাড়তি খাবার দেওয়া।
- ভ্যাক্সিনেশন/ইমোনাইজেশন। (সময়মত সব কয়টি টিকা গ্রহণ করা)
- ডিওয়ার্মিং বা কৃমিনাশক দেওয়া।
- গ্রোথ মনিটরিং ও প্রমোশন। (প্রতিমাসে শিশুর ওজন পরিমাপ করে শিশুর পুষ্টির অবস্থা নির্ণয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা)
- ভিটামিন-এ সাপ্লিমেন্টেশন।
- আয়রন, জিংক এবং অন্যান্য অনুপুষ্টি (মাইক্রোনিউট্রেইন্ট) সাপ্লিমেন্টেশন।
- হাইজিন মেইন্টেইন করা। (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা)।

রেডি টু ইউজ থেরাপিউটিক ফুড (RUTF) সাপ্লিমেন্টেশন (এটি একধরনের উচ্চ পুষ্টি ক্ষমতাসম্পন্ন খাবার যা শুধুমাত্র মারাত্মক অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের খাওয়ানো হয়)।

এক হাজার দিনে পুষ্টির উপর বিনিয়োগের গুরুত্ব

প্রথম এক হাজার দিনে পুষ্টিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে শিশুরা কেবল বেঁচে থাকবে না বরং সমৃদ্ধ হবে। এটি অপুষ্টির আন্তঃপ্রজন্মীয় চক্রের অবসান ঘটাতে সাহায্য করে এবং ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় হ্রাস এবং মানব মূলধন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। সঠিক সময়ে সঠিক পুষ্টি শিশু, পরিবার এবং সম্প্রদায়কে তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে সাহায্য করে। পুষ্টিতে বিনিয়োগ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দারিদ্র্য হ্রাস এবং স্থিতিস্থাপকতার উন্নতিতে সহায়তা করে।

এক হাজার দিনে অপুষ্টির পরিণতি

যেসব শিশু প্রথম এক হাজার দিনে সঠিক সময়ে সঠিক পুষ্টি পায় না, তাদের অপুষ্টির ঝুঁকি থাকে। অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি থাকে। প্রকৃতপক্ষে, অপুষ্টিতে ভোগা শিশু সুপুষ্ট শিশুদের তুলনায় ১২ গুণ বেশি মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের ৪৫% মৃত্যুর মূল কারণ অপুষ্টি। অন্যদিকে যে সকল অপুষ্ট শিশু বেঁচে থাকে, তারা তাদের পরিবার, সম্প্রদায় এবং পরিবেশের উপর বিধ্বংসী প্রভাব ফেলতে পারে। প্রথম এক হাজার দিনে অপুষ্টি শিশুদের ক্রমবর্ধমান দেহ এবং মস্তিষ্কের উপর অপরিবর্তনীয় ক্ষতি করতে পারে। অপুষ্টি শিশুদের ভালো পড়াশুনা করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে এবং বড় হওয়ার সময় অপুষ্টি থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন করে তোলে। প্রাপ্তবয়স্কদের মতো অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের দীর্ঘস্থায়ী

রোগ, যেমন- ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ এবং হৃদরোগ ইত্যাদির ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। এছাড়া নারী ও মেয়েদের ক্ষেত্রে, তাদের পুষ্টির অবস্থা কেবল তাদের নিজস্ব স্বাস্থ্য ও জীবনের উপর প্রভাব ফেলে না, বরং তাদের যে কোনো সন্তানের উপর আরও প্রভাব ফেলতে পারে। যদি কোনো মহিলা অপুষ্টিতে ভোগেন, তবে তার সন্তানদের ক্ষেত্রেও অপুষ্টির নেতিবাচক চক্র বজায় থাকে।

এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিংয়ের গুরুত্ব

একটি শিশু জন্মের পর থেকে প্রথম ছয় মাস পর্যন্ত শুধু মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন-

- শিশুদের নিখুঁত পুষ্টি, সুস্থ বৃদ্ধি এবং মস্তিষ্কের বিকাশে ভূমিকা রাখে।
- শিশুদের শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ, ডায়রিয়া এবং অন্যান্য প্রাণঘাতী অসুস্থতা থেকে রক্ষা করে।
- শিশুদের স্থূলতা ও ডায়াবেটিসের মতো অসংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা করে।

পরিশেষে বলা যায়, অপুষ্টি একটি নীরব ঘাতক বা চক্র হিসেবে কাজ করে যার ভয়াবহতা অনেক দীর্ঘ। অপুষ্টি একটি শিশুর শারীরিক, মানসিক, কগ্নেটিভ উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে এবং ভবিষ্যতকে সমৃদ্ধ হতে বাধা প্রদান করে। অন্যদিকে অপুষ্টির ধারাবাহিকতা ব্যক্তিগত, পারিবারিক জীবন এবং জাতীয় উন্নয়নকে প্রভাবিত করে। তাই প্রতিটি পরিবারের উচিত একটি সুস্থ, সুন্দর শিশুর জন্য প্রথম ১০০০ দিন (গর্ভকালীন সময় থেকে শিশুর বয়স ২৪ মাস পর্যন্ত) নিয়মিত সেবা গ্রহণসহ পর্যাপ্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার, আয়রন, ফলিক এসিড, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন সেবনের পাশাপাশি শিশুর ছয় থেকে ২৪ মাস বয়স পর্যন্ত বাড়তি খাবারের প্রতি যত্নবান হওয়া, যাতে সন্তান সুস্থতার সাথে বেড়ে উঠে এবং পরিবার, দেশ ও জাতির জন্য সম্পদে পরিণত হয়।

■ *লেখক: ফার্মাসিস্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর।*
ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসি, ব্যাচেলর অফ ফার্মেসি (বি. ফার্ম) বিএসএস, এমএসএস, এমপিএইচ (নিউট্রিশন)

আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স এর উত্থান: সিলিকন ভ্যালির আশাবাদ বনাম অর্থনীতিবিদদের শঙ্কা

(১৮ পৃষ্ঠার পর)

উল্লেখ্য, ২০২৪ পর্যন্ত এই খাতে মূল প্রতিবন্ধকতা (bottleneck) ছিল ইলেক্ট্রনিক চিপ (জিপিইউ); কিন্তু সামনের দিনগুলোতে এ খাতের মূল প্রতিবন্ধকতা হবে power, land and construction capacity. আরও উল্লেখ্য, Bloomberg এর রিপোর্ট অনুসারে ইউএসএ তে স্থাপিত বিভিন্ন ডেটা সেন্টার সংলগ্ন এলাকায় ইলেকট্রিসিটি প্রাইস গত ৫ বছরে প্রায় ২৬৭% পর্যন্তও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই ইনভেস্টমেন্ট ক্যাপিটাল নিয়ে অর্থনীতিবিদেরা তাদের pessimism প্রকাশ করেন এই বলে যে, সিলিকন ভ্যালির উদ্যোক্তারা টেকনোলজিকাল ডেভেলপমেন্টের জন্য যতটা ইনভেস্টমেন্ট হবে বলে ধারণা করছেন বাস্তবে ততটা হবে না। এর কারণ রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট এর স্পিলওভার ইফেক্ট। তাদের মতে রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট এর ক্ষেত্রে ফ্রি রাইডার প্রবলেম থাকে। ফলে বিনিয়োগকারীগণ প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে যে টেকনোলজি বাজারে আনবেন পরবর্তীতে অন্যান্য উদ্যোক্তারা কোনও ধরনের উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ ছাড়াই তার সুফল ভোগ করবে। এর ফলে বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগে আশানুরূপ উৎসাহ পাবেন না এবং এর ফলে AGI এর উন্নয়নের হারও ধারণার চেয়ে কম হবে।

অর্থনীতিবিদেরা লেবার এর উপর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর প্রভাবকে কিভাবে দেখছেন এবার সে বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া যাক। অর্থনীতিবিদদের মতে AGI অর্জন করা গেলে সেই প্রযুক্তির cost লেবারদের উপর এক ধরনের wage cap হিসেবে কাজ করবে। AGI এর cost যতো কমবে শ্রমিকদের মজুরি ততো কমতে থাকবে এবং যখন AGI যথেষ্ট সহজলভ্য হবে তখন ফ্যাক্টরস অব প্রোডাকশনে লেবার রেশিও কমতে কমতে প্রায় শূন্যের কোঠায় পৌঁছাবে কারণ যে কাজ মেশিন দিয়ে কম খরচে করা সম্ভব সেকাজে কেউ শ্রমিক নিয়োগ করবে না। এর ফলে জিডিপিতে labor share কমতে থাকবে এবং capital share বাড়তে থাকবে অর্থাৎ, যারা সম্পদের মালিক তারা আরও সম্পদশালী এবং ক্ষমতাবান হতে থাকবে।

সরকারের উপর AGI led high growth এর ফলাফল কেমন হতে পারে সে বিষয়েও অর্থনীতিবিদরা মত প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে, সিলিকন ভ্যালির ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হলে AGI অর্থনীতিতে যে উচ্চ প্রবৃদ্ধি উপহার দিবে তা হবে অনেকটাই jobless growth। এই প্রবৃদ্ধির ফলে একদিকে সরকারের ট্যাক্স আয় বাড়বে অপরদিকে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের বিভিন্ন প্রকার ভাতা বাবদ ব্যয়ও অনেক বৃদ্ধি পাবে। এই jobless growth এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে ইকোনমিক লিটারেচারে Universal Basic Income প্রবর্তনের সম্ভাবনার কথা বার বার উঠে এসেছে। সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জিং আরেকটি বিষয় হবে উচ্চ প্রবৃদ্ধির পথ ধরে চলে আসা উচ্চ সুদ হারের সমস্যাকে মোকাবেলা করা। এর ফলে সরকারের ঋণের বোঝা আরও বৃদ্ধি পাবে। একদিকে আয় বৃদ্ধি পাবে, অপরদিকে একই সাথে ব্যয় এবং ঋণের বোঝা বৃদ্ধি পাবে। এই দুইয়ের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখা হবে ভবিষ্যতে সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এর একটা পথ হতে পারে progressive taxation অর্থাৎ ধনীদের করের বোঝা বাড়ানো। যেহেতু সিলিকন ভ্যালির ধারণা অনুযায়ী অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হবে অতি উচ্চ হারে এবং উক্ত প্রবৃদ্ধির বড় অংশ যাবে টেকনোলজি ভিত্তিক কোম্পানিগুলোর পকেটে, সেহেতু economic redistribution এর স্বার্থে তাদের থেকেই বেশি ট্যাক্স সংগ্রহ করা ছাড়া সরকার চালানো দুরূহ হয়ে যাবে। আবার এই প্রক্রিয়ায় আয় এবং সম্পদ অল্প কিছু মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে যাওয়ায় সরকার ও জনগণের কাছে তাদের অবস্থা দেবতাতুল্য (godlike) হয়ে উঠার সম্ভাবনা থেকেই যায়। ফলে অর্থনীতির পাশাপাশি রাজনীতির ক্ষেত্রেও অনেক কাঠামোগত পরিবর্তন (structural shift) দেখা দিতে পারে। এর পাশাপাশি সমাজ কাঠামোতেও আসতে পারে নানাবিধ পরিবর্তন।

AGI এর প্রভাবে inequality within country এর পাশাপাশি inequality between countries ও বৃদ্ধি পাবে। কারণ হিসেবে বলা যায় সব দেশ স্বাভাবিকভাবেই একই হারে AGI led high growth অর্জন করতে পারবেনা। এর ফলে যে সকল দেশ এই উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হবে ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টররা অন্যান্য দেশ থেকে ইনভেস্টমেন্ট সরিয়ে নিয়ে সেসব দেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবে এবং AI প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকা দেশগুলোতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হ্রাসের পাশাপাশি তাদের অর্থনৈতিক সংকটে পরার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। আবার যেসকল অনুন্নত/উন্নয়নশীল দেশে AI প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ/কাঁচামালের মজুদ রয়েছে তাদের সেই সম্পদের কর্তৃত্ব নিয়ে বড় বড় কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে চলবে শীতল লড়াই যা সময়ে সময়ে অতিরিক্ত উত্তপ্ত লড়াইয়ে পরিণত করতেও কেউ পিছপা হবে না।

পরিশেষে বলা যায়, AGI প্রযুক্তিকে ঘিরে সিলিকন ভ্যালীর অতি optimism এবং ইকোনমিস্টদের pessimism এর সাথে ক্যাপিটালিজম নিয়ে ফরাসি অর্থনীতিবিদ থমাস পিকেটি'র একটি বক্তব্য তুলনীয়। পিকেটি তাঁর বিখ্যাত বই Capital in the Twenty-First Century তে লিখেছেন- ক্যাপিটালিজম এর ভবিষ্যত মার্ক্স এর ভবিষ্যদ্বাণীর মতো apocalyptic ও হবে না আবার ক্যাপিটালিস্টদের বর্ণনার মতো fairy tale ও হবে না- হবে এর মাঝামাঝি কোন একটা অবস্থা। একইভাবে অর্থনীতির উপর এজিআই প্রযুক্তির প্রভাবও এরকম দুই মেরুর মাঝামাঝি জায়গায় থাকবে বলে ধারণা করা যায়। তবে সিলিকন ভ্যালির প্রযুক্তিবিদদের কাছে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের হালনাগাদ তথ্য, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে যে insider information আছে তা অর্থনীতিবিদ এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মাঝে নেই। ফলে এসকল প্রযুক্তি খাতের অনেক কোম্পানির stock price এ তাদের potential value এর প্রতিফলন এখনও সেভাবে দেখা যায়নি। তবে সিলিকন ভ্যালির ভবিষ্যদ্বাণী যদি বাস্তব হয়েই যায় তবে অদূর ভবিষ্যতে বিনিয়োগকারীসহ সাধারণ মানুষের জন্যও নরম surprise অপেক্ষা করছে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

■ *লেখক: যুগ্ম পরিচালক, বিআরপিডি, প্র.কা*

বাংলাদেশ ব্যাংকের সন্তানেরা

২০২৫ সালে এইচএসসি জিপিএ-৫

ফারিয়া তাসমিয়া
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
(বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: হোসনে আরা মোস্তফা
পিতা: ড. মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
(পরিচালক (গবেষণা), প্র. কা)

উমাইযা যাফিরাহ
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ
(বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মহুয়া মহসীন
(অতিরিক্ত পরিচালক, ডিসিপি, প্র. কা)
পিতা: মোঃ আব্দুর রহিম

নাহিয়ান সিনদীদ আহমেদ শাফিন
বিএএফ শাহীন কলেজ
(বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: জান্নাত-ই-সুলতানা
পিতা: মোঃ সেলিম আহমদ
(পরিচালক, ডিআইডি, প্র. কা)

তাসনিয়া জাহিন
আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ
(বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: তানিয়া মুস্তাফিজ
(অতিরিক্ত পরিচালক,
বিবিটিএ, প্র. কা)
পিতা: ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ
জোবায়ের হাসনাৎ

রিদওয়ানুল সরকার রাফীন
বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা
(বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মোসাঃ সাম্মি আখতার আমিন
পিতা: মোঃ নূরুন্নবী সরকার
(যুগ্ম পরিচালক (ইঞ্জি. সিভিল),
সিএসডি-২, প্র. কা)

আরিজা আভান্তিকা
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ
(বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: আবিদা সুলতানা
(যুগ্ম পরিচালক, মনিটারি পলিসি
বিভাগ, মেজর ইকোনমিক
ইন্ডিকেটরস উইং, প্র. কা)
পিতা: মোঃ আমজাদ হোসেন

মোঃ তাওহিদুজ্জামান
সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল
(বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: হাসিনা বেগম হাসী
পিতা: মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান
(সুপারভাইজার, মুদ্রা/দাবী শাখা,
বরিশাল অফিস)

ইসরাত জাহান অনন্যা
বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বরিশাল
(বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: নারগিস খানম
(উপসহকারী পরিচালক (ক্যাশ),
বরিশাল অফিস)
পিতা: মোঃ ওয়াসীম মোল্লা

২০২৫ সালে এসএসসি জিপিএ-৫

আদিত আরহাম
মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ
(বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: আবিদা সুলতানা
(যুগ্ম পরিচালক, মনিটারি পলিসি বিভাগ,
মেজর ইকোনমিক ইন্ডিকেটরস উইং, প্র কা)
পিতা: মোঃ আমজাদ হোসেন

মোঃ ফাইজাম মাসিয়াত আবিদ
গভঃ ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, খুলনা
(বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: কাশমীরা খাতুন
(সহকারী পরিচালক (ক্যাশ), খুলনা অফিস)
পিতা: মোঃ আমিনুজ্জামান

যাপিতজীবন

শারমিন সুলতানা

বাঙালি মেয়েদের মধ্যে কেউ থাকে নির্বোধ টাইপের, দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বামীর প্রতিও মন্ত্রমুগ্ধ থাকে। আমার মা তেমন একজন। আমাদের সংসারে অনেক অভাব, আমাদের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার। আমরা তিন ভাইবোন - শিমুল, পারুল আর বকুল। আমি পারুল। আমাদের তিন ভাইবোনের ধারণা আমাদের এই কষ্টের কারণ আমাদের বাবা। তিনি তেমন কোনো কাজ করেন না। এজন্য তার মধ্যে কখনো কোনো অনুতাপ দেখিনি। বরং মাস গেলে মায়ের কাছ থেকে হাত খরচের টাকাও নেন। মা এলাকার বাচ্চাদের আরবি পড়িয়ে, সেলাই করে, হাঁস-মুরগি লালন পালন করে কোনোমতে সংসার চালান। মাঝে মাঝে গ্রামের বাড়ি থেকে কিছু চাল আর তরিতরকারি আসে। শিমুল ভাইয়া দুটো টিউশনি করেন। এভাবেই সংসার চলছে। তবে মাকে কখনো বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে শুনিনি বরং বাবা ঘরে এলেই মা তার যত্নের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। আমার মনে ক্ষীণ সন্দেহ হয়, মা কি সত্যিই বাবাকে এতটা ভালোবাসেন নাকি তার মধ্যে ভান আছে। যে মানুষ যত বেশি অসুখী, সুখী হবার ভান তাকে তত বেশি করতে হয়।

বাবার সব বিষয়ে চাপাবাজি করাটা অভ্যাস। তিনি আমাদের প্রায় বলেন, তোদের ভাগ্য ভালো, আমার মতন উচ্চশিক্ষিত মানুষ তোদের বাবা। বাবা বিএ পাস করেছেন সেকেন্ড ক্লাস নিয়ে। শিক্ষা নিয়ে তার খুব গর্ব। মাঝে মাঝে মায়ের কাছ থেকে হাত খরচের টাকাও নেন। বলেন, শিমুলের মা, তুমি তো জানো, আমি জমিদার বংশের ছেলে, তারপর আবার উচ্চশিক্ষিত, কম দামী সিগারেট খেতে পারি না। হাত খরচের টাকা কিছু বাড়িয়ে দিও।

আমার দাদীর বয়স ৮০ এর কাছাকাছি, বয়সের কারণে এলোমেলো কথা বলেন। টিনের চালে একটা কাক বসলেও তার সাথে ঝগড়া করেন। বলেন, মর হারামজাদা, কাক! শুধু বাবার বিষয়ে মিষ্টি করে কথা বলেন। বলেন, আমার সোনার টুকরা পোলা! তারে দিয়া আমি কোনো দিন কোনো কাজ করাইছি? তোর মায়ের অত্যাচারে আমার পোলা শ্যাষ হইয়া গেলো রে!

আমার ফুপুর নাম শেফালি। তার দুই ছেলে মেয়েকে নিয়ে বছরের বেশিরভাগ সময় আমাদের বাসায় থাকেন। সারা বছর তার বায়না লেগেই থাকে। কিছুদিন আগে মাকে বলল, ভাবী, তোমরা নয়নের বাপকে দাওয়াত করার কথা ভুলেই যাও, সে একজন মানী লোক। বিয়ের সময় ভাইজান নয়নের বাপকে মোটর সাইকেল দিতে চাইছিল, এত বছর হয়ে গেল এখনো দেয়ার কোনো খবর নেই। গত বছর শুধু আমার নয়নকে একটা শার্ট দিয়েছিলে, এই বছর আমার খুকিকে একটা সোনার দুল গড়িয়ে দিতে হবে। শ্বশুরবাড়িতে আমার একটা সম্মান আছে, বোঝো না!

একদিন কলেজ থেকে বাসায় ফিরে দেখি মা খুব খুশি। খুকীদের মতন আহ্লাদী ভঙ্গিতে আমাকে বললেন, জানিস পারুল, তোর বাবা আমার জন্য একটা লাল রঙের শাড়ি এনেছে, এই বয়সে কেউ লাল শাড়ি পরে? তোর বাবা যে কী পাগলামী করে! আমি বললাম, লাল শাড়ি পেয়ে তুমি যে খুব খুশি সেটা আমি জানি মা, তোমাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কত বছর পরে বাবা তোমাকে শাড়ি দিল, মা? মা মন খারাপ করে বললেন, তবুও মনে করে এনেছে বেচারা! আমি বললাম, তুমি সেই খুশিতেই থাক। দেখো হয়তো অন্য কারো জন্য এনেছিল, তার পছন্দ হয়নি। তাই তোমাকে দিয়েছে। দিনশেষে আমার কথাই সত্য হলো। বাবা কথা প্রসঙ্গে বলে ফেললেন, বুঝলা, শিমুলের মা, শাড়িটা আমি শেফালির জন্য এনেছিলাম, ওর পছন্দ হয়নি। ও নাকি এত কম দামী শাড়ি পড়ে না। তাই ভাবলাম, তোমাকে অনেক বছর কিছু কিনে দেয়া হয়নি। মায়ের মন খারাপ হয়ে গেল। তবে তিনি কাউকে কিছু বললেন না।

মায়ের মন খারাপ দেখে শিমুল ভাইয়া মাস শেষে টিউশনির টাকা দিয়ে মায়ের জন্য একটা শাড়ি কিনে নিয়ে এলো। মা লজ্জা পেয়ে বলল, তোরা যে কি করিস না, আমার কি এখন এরকম ফুল তোলা নতুন শাড়ি পরে ঘুরে বেড়ানোর বয়স আছে নাকি? এই শাড়িতে আমি হাতও দেব না। এই শাড়ি তোর শেফালি ফুফুর জন্য তোলা থাকবে। ভাইয়া বলল, না মা, এই শাড়ি তুমি কাউকে দেবে না। এটা তোমাকে দেয়া আমার প্রথম উপহার।

কিছুদিন পর দাদী খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তার পাগলের মতন প্রলাপ বকা বেড়ে গেল। টাকা পয়সার টানাটানি থাকায় তাকে খুব বেশি চিকিৎসা করানো গেল না। শুধু মা তার সেবা যত্ন করলেন। মৃত্যুর আগে দাদী মায়ের কাছে ক্ষমা চাইলেন। বললেন, বউ, আমি তোমারে অনেক কষ্ট দিছি, আমাকে ক্ষমা করে দিও। মা বললেন, ছি! মা এগুলো বলতে আছে, আপনি তো আমার নিজের মায়ের মতন। কয়েকদিন পর দাদী মারা গেলেন। দাদীর মৃত্যুর পর বাবা অস্বাভাবিক শান্ত হয়ে গেলেন। একদিন বাসা ছেড়ে কোথায় যেন চলে গেলেন।

আমি আর ভাইয়া বাবাকে নিয়ে তেমন কিছু চিন্তা করলাম না। ভাইয়া বলল, বাবা চলে আসবে, ভবঘুরে মানুষ। আর যাবে কোথায়? শুধু বকুলটা কাঁদতে লাগল। বলল, আপা, বাবা কি সত্যিই আমাদের ছেড়ে চলে গেল? আমি ভাইয়ার সুরে বললাম, বাবা আর যাবে কোথায়? তবে মা খুব গম্ভীর হয়ে রইলেন। আমাদের ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যা করে দিয়ে বাবা আর সহজে ফিরলেন না।

প্রায় আট মাস পরে হঠাৎ একদিন একটা বড় মাছ নিয়ে বাসায় ফিরলেন। শিমুলের মা, কই তুমি, দেখ কত বড় মাছ নিয়ে আসছি। তোমার জন্য একটা ভালো শাড়িও এনেছি। তুমি আমার মায়ের এত সেবা যত্ন করেছ, আমি তার সন্তান, তার ঋণ পরিশোধের দায় তো আমার, কি বলো? মা লজ্জা পেয়ে বলল, কি যে বলেন, আপনি। বাবার চোখ ছলছল করে উঠল। তিনি বললেন, আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারিনি। তারপরও তুমি আমার পাশে সবসময় থেকেছ। আমার মায়ের সেবা করেছ, আমার সন্তানদের ভরণপোষণ, দায়িত্ব সবটাই তুমি একা সামলেছ। আমি একজন ব্যর্থ স্বামী, ব্যর্থ বাবা এবং ব্যর্থ সন্তান। বাবা কেঁদে উঠলেন। আমি যদি ঠিকঠাক কোনো কাজ করতাম আমার মাকে বিনা চিকিৎসায় মরতে হতো না। আমি পাপী, আমাকে তোমরা সবাই ক্ষমা করে দিও। বাবাকে দেখে মাও কাঁদতে লাগলেন। বললেন, এই সব আপনি কি বলেন, আপনি আমাদের কখন কষ্ট দিলেন? আমাদের কাছে আপনার কোনো অপরাধ নাই। এই শিমুল, পারুল তোর বাবাকে তোরা জড়িয়ে ধর, মানুষটা মাকে হারিয়ে ভেঙে পড়েছে।

এরপর থেকে বাবার অভ্যাসে কিছু পরিবর্তন হলো, একটা ব্যবসা শুরু করলেন। তবে বাবার জ্ঞানী জ্ঞানী কথা বন্ধ হলো না। কয়েক বছর পর ভাইয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে একটা ভালো চাকরি পেল। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে ভর্তি হলাম, বকুল তখন এইচএসসি প্রথম বর্ষে পড়ছে। আমরা ছোট বাসা ছেড়ে বড় একটা বাসায় উঠলাম। বাবা বললেন, দেখতে হবে না কার ছেলে! মা খুশিতে গদ গদ হয়ে বলল, ঠিকই বলেছেন। আমার ছেলে তার বাপের মতন বিদ্বান হয়েছে। বাবা সুযোগ পেয়ে ভাষণ দিতে শুরু করলেন। বুঝলে শিমুলের মা, আমি অনেক ভেবে দেখেছি এই জাতিকে লেখাপড়া শিখিয়ে কোনো লাভ নেই। লেখাপড়া সবার জন্য নয়। শিক্ষিতের হার বাড়ছে কিন্তু অপরাধের পরিমাণও বাড়ছে। শিক্ষিত মানুষেরাই খুন, রাহাজানি করছে, ঘুষ খাচ্ছে। শিক্ষিত না হলে অন্তত বলা যাবে শিক্ষার অভাবে ভুল করেছে। শিক্ষা হলো দামী জিনিস, দামী জিনিস সবাই ধারণ করতে পারে না।

■ *লেখক: যুগ্ম পরিচালক, ইএমডি-২, প্র.কা*

বগুড়া অফিসে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিসের পরিচালক আবু সাঈদ মোঃ আরিফ-উল-ইসলামের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ১৯ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক (পরিদর্শন) মোঃ সরোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মনোজ কুমার হাওলাদার। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

ইএমডি-১ এ বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-১ এর অতিরিক্ত পরিচালক চঞ্চল কুমার ঘোষের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ ফয়েজ আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক মোঃ আলাউদ্দীন হোসেন। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

ইএমডি-২ এ বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-২ এর অতিরিক্ত পরিচালক ওবায়দুল হকের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ১২ মার্চ ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক মোঃ ছাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক শেখ জাহাঙ্গীর হোসেন ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক মোঃ আব্দুল জলিল-৯। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

ডিবিআই-৮ এ বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৮ এর অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ মহিউদ্দিন চৌধুরীর অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ১৩ মার্চ ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক ড. শাহ মোঃ মঈন উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক বিষ্ণুপদ কর। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

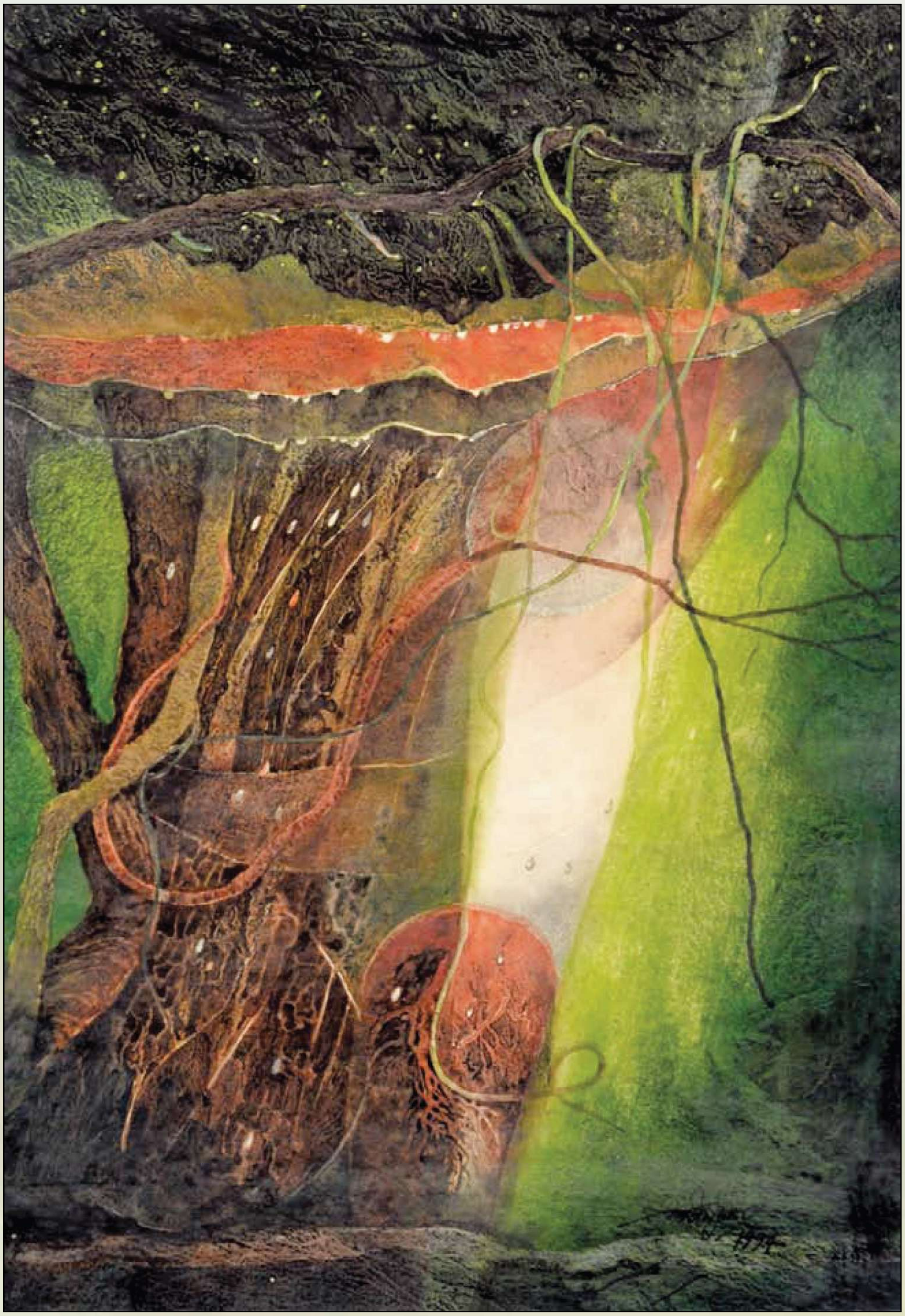

চিত্রকর্ম

অন্ধকারে আলো

শিল্পী: নাসরীন বেগম

মাধ্যম: জলরঙ

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর পরিচালক (এক্স-ক্যাডার প্রকাশনা) সাঈদা খানম কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন: ৯৫৩০৩০০; ই-মেইল : sayeda.khanam@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে: জামান প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ৪১-৪২, ইসলামপুর রোড (আদিল কমপ্লেক্স), ঢাকা-১১০০।